যুগান্তর

তারিখ ...22 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...২...

বিদ্যালয় আছে লেখাপড়া নেই

হারুন-অর-রশিদ, *পীরগাছা (রংপুর) থেকে*

এক দশক আগে সাঁওতাল শিশুদের জন্য একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হলেও বর্তমানে সেটির কার্যক্রম কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। এটি এখন আগাছা আর আবর্জনায় ভরপুর। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বন্ধ রয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। ফলে অধ্যয়নরত শতাধিক শিশু ঝরে পড়েছে। তারা ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমসহ নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। রংপুরের পীরগাছা উপজেলার সোমনারায়ণ গ্রামের সাঁওতাল পল্লীতে গেলে এ চিত্র চোখে পড়ে। অপরদিকে উপজেলার ইটাকুমারী রাজবাড়ি সংলগ্ন ও কল্যাণীর পওয়া গ্রামের আদিবাসী দুটি পল্লীর ৩ শতাধিক সাঁওতাল শিশুর জন্য পৃথক কোনো বিদ্যালয় নেই। এর আশপাশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা সাঁওতাল শিশুদের সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী না হওয়ায় তারা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পাচ্ছে না। এতে ৫ শতাধিক আদিবাসী শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে চরম অনিশ্চয়তায় বেড়ে উঠছে। ইটাকুমারীর সোমনারায়ণ মৌজার দক্ষিণপাড়া, মধ্যপাড়া ও ডাবড়াপাড়া। এ গ্রাম ৩টিতে আদিবাসী ওঁরাও এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বসবাস। এখানে রয়েছে প্রায় ৫ শতাধিক আদিবাসী পরিবার। পরিবারগুলোর প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশু রয়েছে দেড় শতাধিক। দক্ষিণপাড়ার আদিবাসী

পীরগাছার ৫ শতাধিক সাঁওতাল শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

সম্প্রদায় প্রধান রামজিৎ মিনজি বলেন, আদিবাসী শিশুদের কথা বিবেচনা করে ২০০৪ সালে আলাদা উপজাতি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ২১ শতক জমি দান করেন। এতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নির্দেশে উপজেলা সমাজসেবা অধিদফতর ও ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত সোমনারায়ণ উপজাতি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয়টি কিছুদিন চলার পর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিতাই চন্দ্র জানান, বিদ্যালয়টি চালুর পর ৩-৪ বছর শিক্ষকদের ভাতা, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও পোশাক দেয়া হলেও পরে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপরও বিনা বেতন-ভাতায় বিদ্যালয়টি কিছুদিন চালু থাকলেও একপর্যায়ে তা বন্ধ রয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বিদ্যালয়টি চালু করা সম্ভব। এনজিও দেবী চৌধুরানী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত এক জরিপে জানা যায়, উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ৩টি মৌজার ৬টি পাড়ায় প্রায় ৬ শতাধিক আদিবাসী পরিবার বসবাস করে। এ পরিবারগুলোর প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৫৬৭ জন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার হরিশংকর বলেন, উপজাতি স্কুলের নামে প্রতিবছর ১ সেট বই বরাদ্দ দেয়া হয়। বিদ্যালয়টি বন্ধের কথা অস্বীকার করে জানান, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা না থাকায় তারা অনিয়মিতভাবে বিদ্যালয়টি পরিচালনা করে থাকেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলিয়া ফেরদৌস জাহান বলেন, আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টিতে উপজেলা পরিষদ চলতি অর্থবছর আলাদা বাজেট ও প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। যা বাস্তবায়িত হলে আদিবাসী শিশুরা উপকৃত হবে।